প্রমাণ

তুমি চিরন্তন।

প্রমাণ

তোমার একটি চিরন্তন
আত্মা আছে।

পাম রেনল্ডসের সাক্ষ্য

প্যাম রেনল্ডসের বয়স যখন মাত্র ৩৫ বছর, তখন ডাক্তাররা প্যামকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। প্যামের মস্তিষ্কের গভীরে অ্যানিউরিজম পৌঁছানোর জন্য, সার্জনদের প্যামের শরীর ঠান্ডা করতে হয়েছিল, তার হৃদপিণ্ড বন্ধ করতে হয়েছিল, তার মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বের করে দিতে হয়েছিল - যার ফলে তিনি এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ক্লিনিক্যালি মৃত অবস্থায় ছিলেন।

যখন পাম জেগে উঠলেন, তখন তিনি তার মেডিকেল টিমকে হতবাক করে দিলেন। তিনি তার শরীরের উপর থেকে অস্ত্রোপচারটি দেখার বর্ণনা দিলেন - বিস্তারিত যন্ত্র, কথোপকথন, এমনকি সঙ্গীত বাজানো। তারপর তিনি আলোর এক সুড়ঙ্গ এবং মৃত আত্মীয়দের সাথে দেখা করার বর্ণনা দিলেন যারা তাকে বলেছিলেন যে তাকে তার সন্তানদের লালন-পালনের জন্য ফিরে আসতে হবে।

যীশু বলেছিলেন: "আমিই জগতের আলো; যে আমার অনুসারী হয়, সে অন্ধকারে চলবে না, বরং জীবনের

আলো পাবে।” যোহন ৮:১২, “আমিই পুনরুত্থান এবং জীবন; যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মৃত হলেও জীবিত থাকবে।” যোহন ১১:২৫

এটা কোন হ্যালুসিনেশন ছিল না। পামের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্কের কোনও কার্যকলাপ ছিল না। তবুও সে এমন কিছু দেখেছিল এবং শুনেছিল যা পরে অন্যরা যাচাই করেছিল।.

পামের গল্পটি শত শত নথিভুক্ত নিয়র-ডেথ এক্সপেরিয়েন্স (এনডিই) অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি যা বস্তুবাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানে, যে প্রভাবশালী দর্শন মানুষ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাম রেনল্ডস চ্যালেঞ্জ

নিউরোসার্জন ডঃ মাইকেল এগনর তার নতুন বই "দ্য ইমর্টাল মাইন্ড"-এ NDE-এর চারটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যা বস্তুবাদীরা ব্যাখ্যা করতে পারে না। তিনি এটিকে "পাম রেনল্ডস চ্যালেঞ্জ" বলেছেন।

প্রথমত, চিন্তার স্বচ্ছতা। NDE-গুলি উচ্চতর, স্ফটিক-স্বচ্ছ সচেতনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় - একটি মৃত মস্তিষ্ক

যা উৎপন্ন করে তার বিপরীত।.

দ্বিতীয়ত, শরীরের বাইরের উপলব্ধি। সাক্ষীরা এমন ঘটনা সঠিকভাবে দেখেন যা তারা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

তৃতীয়ত, মৃতদের সাথে সাক্ষাৎ। এনডিই থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে, জীবিতদের সাথে কখনও দেখা করে না।

চতুর্থত, জীবন পরিবর্তনকারী রূপান্তর। মৃত্যুর ভয় মুছে ফেলা হয় এবং জীবন স্থায়ীভাবে পুনর্গঠিত হয়।

যদি মস্তিষ্ক একাই চেতনা তৈরি করত, তাহলে এর কিছুই সম্ভব হত না।

প্রমাণগুলি একটি সহজ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে: আমরা একা মাংস নই - আমরা আত্মা।

বিশ্বাস এবং যুক্তি একমত

সংশয়বাদীরা প্রায়শই বলে থাকেন আত্মায় বিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান নিজেই এখন একমত নয়।

আমাদের অসীমতাকে ধারণ করার ক্ষমতা, বিমূর্ত যুক্তি উপলব্ধি করার ক্ষমতা, অনন্তকালের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা—এগুলোর কোনটিকেই নিউরনের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ডঃ এগনর যেমন উল্লেখ করেছেন, যুক্তি এবং গণিত হল অপ্রাসঙ্গিক বাস্তবতা। এগুলো কেবল রসায়ন থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান অবশেষে এই সত্যটি নিশ্চিত করছে যে চেতনা মস্তিষ্কের রসায়নের চেয়েও বেশি কিছু, এবং মৃত্যুই শেষ নয়।

পৌত্তলিকতার প্রত্যাবর্তন

এগনর সতর্ক করে দেন যে নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদ কখনোই স্থায়ী হওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। তাদের আসল উদ্দেশ্য? খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করা এবং পুরানো এবং অন্ধকার কিছুর দরজা খুলে দেওয়া: পৌত্তলিকতা।

চারপাশে তাকাও। গর্ভপাতের মাধ্যমে শিশু বলিদান। বিভ্রান্ত শিশুদের অঙ্গহানি। প্রি-স্কুলারদের লালন-পালনের জন্য ড্র্যাগ কুইনের গল্পের ঘন্টা। ইচ্ছামৃত্যু এবং সহায়তাপ্রাপ্ত আত্মহত্যাকে "করুণা" হিসেবে বাজারজাত করা হয়েছে। পর্দায় পর্নোগ্রাফি ছেয়ে গেছে। প্রতিটি মোড়ে

নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ।

এটি পৌত্তলিকতার পুনরুজ্জীবন এবং যৌনতা, রক্তপাত এবং নির্দোষতার ধ্বংসের প্রতি এর আচ্ছন্নতা।
মূলে রয়েছে আত্মার প্রত্যাখ্যান।

আশা যা টিকে থাকে

বিজ্ঞান এখন শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি: আমরা দুর্ঘটনা নই, প্রাণী নই, যন্ত্র নই। আমরা অমর আত্মা, চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্ট। এই সত্যের বিশাল সাংস্কৃতিক পরিণতি রয়েছে—এবং ব্যক্তিগত। বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের এই মিলন আমাদের সাহসী করে তোলা উচিত এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য আরও বেশি তাগিদ জাগিয়ে তোলা উচিত। যখন আমাদের সময় আসবে, আমরা সকলেই পর্দার বাইরে পা রাখব। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন নিশ্চিত করে যে আপনার আত্মা বেঁচে থাকবে।

“তোমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে”

যোহন ৩:৭

বাইবেল আমাদের আশ্বস্ত করে যে আমরা ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হব। কেবলমাত্র খ্রীষ্টের উপর আস্থা

রেখেই আমরা তাঁর সাথে অনন্তকাল ধরে নিরাপদে যেতে পারি। এটাই সেই বার্তা, সুসংবাদ যা মানুষ খুঁজছে। আসুন তাদের কাছে এটি পৌঁছে দেই! আসুন আমরা তরুণদের ঈশ্বরের সন্ধানের গতি, আশার প্রয়োজন এমন একটি জাতি এবং বিজ্ঞানের বাইবেলে দীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত উত্তরগুলি উন্মোচন করার গতিকে কাজে লাগাই।

সংস্কৃতি হয়তো পৌত্তলিক অন্ধকারে পতিত হচ্ছে। কিন্তু সত্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন।

আত্মা অমর। আর যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্যই অনন্ত জীবনের আশা রয়ে গেছে। (যীশু রক্ষা করেন)

chick.com এবং ডঃ মাইকেল এগনরের বই "দ্য ইমর্টাল মাইন্ড" থেকে নেওয়া।

https://www.chick.com/information/article?id=Science-Now-Points-to-the-Soul&utm_medium=Email&e=91b420ed13d344ea9cdbe0b56308fd40&utm_source=Newsletter&utm_campaign=2025-1024

তুমি চিরন্তন

তুমি তোমার অনন্তকাল কোথায় কাটাবে?

তুমি কি তোমার অনন্তকাল যীশুর সাথে আলোতে কাটাবে নাকি যারা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সাথে অনন্ত অন্ধকারে কাটাবে? কারণ তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারের কাজকে ভালোবাসত?

“যদি না কোন মানুষ নতুন জন্মগ্রহণ করে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।” যোহন ৩:৩

ঈশ্বরের বাণী দেখুন: BornAgain4u.net